দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 12 JUN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

১০২

শিক্ষা অভিভাবকদের উল্টো মতি

তুঘলক শাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য রাজধানীকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত করতেন। আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব পালনের যে নতুন রূপরেখা দেয়া হয়েছে তা তুঘলকী ব্যবস্থাকেও হার মানায়। এ ব্যবস্থায় এক কলেজের পরীক্ষার্থীকে অন্য কলেজ কেন্দ্রে পরীক্ষা দেয়ার পরিবর্তে এক কলেজের শিক্ষককে পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হবে অন্য কলেজ কেন্দ্রে। বিগত বছরগুলোতে মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে এক কলেজের পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা দিতে য়েছে অন্য কলেজ পরীক্ষা কেন্দ্রে। তে করে অপরিচিত স্থানে, পরিচিত শিক্ষকদের সামনে ীক্ষার্থীরা পেশীশক্তি দেখাতে হয় না। ফলে এ ব্যবস্থা হবার পর থেকে নকল রোধে

শিক্ষাঙ্গন

উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছিল তা সর্বমহলের প্রশংসা পেয়ে আসছে। নতুন রূপরেখা প্রত্যেক শিক্ষককে হতবাক করেছে।

শিক্ষকরা যেখানে নিজস্ব আঙ্গিনায় দুর্নীতিবাজ পরীক্ষার্থীদের কারণে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে হিমশিম খাচ্ছেন সেখানে অপরিচিত পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের নিজস্ব আঙ্গিনায় পর্যবেক্ষকরা এক দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন। কোন শিক্ষক সাহসী হয়ে নকল রোধে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবে কি-না? আর পারলেও পরীক্ষা শেষে তিনি অক্ষত অবস্থায় বাসায় ফিরতে পারবেন কি-না সন্দেহ। কেননা পুলিশকে পরীক্ষা কেন্দ্রে দেখা যায় অস্ত্র হাতে অনেকটা মিরজাফরের সেনাবাহিনীর ন্যায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে।

একজন ম্যাজিস্ট্রেটের মূল দায়িত্ব হচ্ছে পরীক্ষা কেন্দ্রের চারপাশে ১৪৪ ধারা কার্যকর করান। কিন্তু আজ পর্যন্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করাবার জন্যও তাঁরা কোন একটি কেন্দ্রে তা সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করাতে সক্ষম হননি।

তাই আর উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে না চাপিয়ে নকল রোধে বাস্তবমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

—আবু আবদুল্লাহ,
১০/এ, বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী,
মতিঝিল, ঢাকা।

শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন

দৈনিক 'ইনকিলাব পত্রিকায়' শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচন শিরোনামে জনাব আবদুল্লার ধারাবাহিক লেখা সংশ্লিষ্ট মহলের অনেকেরই মনের কথা। বিশেষ করে অধিকাংশ শিক্ষকদের মনের কথা লেখক সঠিক উপলব্ধি করেছেন বলে আমার ধারণা। কারণ বিষয়টি শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় আলোচিত হয়। আলোচনা তুংগে উঠে যখন নির্বাচন ফলাফল প্রকাশ পায়। আলোচনার নির্যাস শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে অধিকাংশ "প্রতিষ্ঠান প্রধানকেই কেন মনোনীত করা হচ্ছে"। আলোচনক শিক্ষকরা নিজেরাই আবার প্রশ্নটির নানান জবাব দিয়ে থাকেন। জবাবগুলির মধ্যে একটি বিষয় সাধারণ বলে গণ্য হয়েছে আমার কাছে। বিষয়টি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনকালে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান প্রধান যেমন নিজের নামটি প্রেরণ করেন তেমনি নির্বাচনকালে সভায় উপস্থিত থাকেন কাজেই নির্বাচন ফলাফলে প্রভাব পড়ে। তাই যদি কোথাও হয়ে থাকে তবে প্রার্থী এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রতিনিধি ছাড়া থানা, জেলা বা বিভাগীয় প্রশাসকের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ শিক্ষক সহযোগে একেবারে গোপনে মনোনয়ন দিলে আর কথা থাকে না এবং নিরপেক্ষ মনোনয়ন আশা করা যাবে। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনে প্রার্থীর শিক্ষকতার সফলতাকে মূল মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা হলেই সমালোচনা থেমে যাবে। আর যদি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষক শিরোনামে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয় তবে সমালোচনার কোন সুযোগই থাকবে না।

—ডঃ মোঃ সিরাজ উদ্দিন, উপাধ্যক্ষ
রাণী ভবানী সরকারী মহিলা কলেজ,
নাটোর।

...STATISTICS
SHEET — OF — SHEETS